প্রতিক্রিয়াশীল মুক্তমনা??

শাহাদাত হোসেন

(উৎসর্গ : মুক্তমনার অন্যতম প্রধান পুরুষ অভিজিৎকে)

আমার হৃদপিন্ড কাঁপতে থাকে হৃদপিন্ডের ভেতরে
যখন দেখি, সকাল বেলার মুক্ত মনা
রাত বারোটা পোহাবার আগেই
প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে চেচাতে থাকে আমাদের ভিরে;
সত্যনিষ্ঠ বীর যখন উলংগিত করে
ধর্মের আড়ালে ঢেকে থাকা আবর্জানা আর ছাঁইপাশেরে।

স্বাশ বন্ধের উপক্রম হয় হাসির ঢেউয়ে
যখন ধর্মান্ধ, প্রথাপাগল
চিৎকার করে উঠে মুক্তমনের গান গেয়ে
তবে শর্ত একটিই তার
স্বীয় খার্টিধর্মখানি যেনো অস্পশ´
হয়ে দুরে নিরাপদে রহে প্রতিবার।

একহাতে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষপাত্র
আরেক হস্তেপ্রগতিশীলতার সুধা-গাগড়ি,
আবর্জনার আস্তাকুড়ে করে বাস
গোলাপের সুবাস বিতরনের কৌতকর ধান্দ্বাবাজি
গোপাল ভারকেও পরাভুত করে, হানে মানবতার সর্বনাশ।

হে বন্ধুরা! তোমরা কি দেখেছো, শুনেছো কভু
বিড়াল প্রসবিছে সিংহছাগ?
আকন্দ ধুন্দল ফুটিয়েছে রক্তগোলাপ?
গোলাম আজম প্রচারিছে ধর্ম নিরপেক্ষতার গান
কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রহয়েছে মুর্তমান?

এসবের চেয়ে অতি সুকঠিন আরো
ধার্মিকের মস্তিস্কেবপিত হয়া
বিশ্বমানবতার তরু

ধর্ম সে তো ছাইপাশ!
স্নাত হতে যদি হয় মুক্তমনার সুরভিতে
দুটি চক্ষু, চিন্তা আর বিবেকের ছাকুনিতে
সারাক্ষন নিজে নিজের অবস্থানকে ছাকিতে হয়

বিশুদ্ধমানব হয়ার লক্ষের দিনরাত্রের পরিক্রমায়।

মুক্তমনা সে ?
আপন ধর্ম আর সম্প্রদায়কে সযত্নেলোহার সিন্দুকে পুরে
অক্ষত অবিকৃত রাখিতে চায় সকল সমালোচনার বাহিরে
পরধর্মছিদ্রান্বেষী-বদ্ধ মনা সে।

প্রগতিশীল সে?
যার মগজের সব কোষরাশী
ধর্মের প্রথাগত উপকথার স্রোতে যেতেছে ভাসি।
সেথা তিল ঠাঁই নাই
বৈশ্বিক হয়ার বীজ কাদিয়া মরিছে যেথা
অঙ্কুরোদ্গামে ব্যর্থ চিৎকারিছে হেথা
উন্নত মনীষাশুন্য চিত্তলোকে তার বাস
বিশ্বলোকেরে বস্তুনিষ্ঠ নিরিক্ষনে
নাই তার কোন অবকাশ ।

মুঢ় সে!
আপন গন্ডিতে আপনি পাক খাওয়া যেনো আবদ্ধ জলরাশি
অভ্যাসের ছলনায়
স্বীয় দুর্গন্ধ বুঝিতে না পায়
চামর যেমন পচা চর্মের প্রতিবেশে
বিকৃত গন্ধানুভুতিকে সযত্নে পোষে
গোলাপের সৌরভে তার
মাথা ঝিমুতে থাকে বারংবার
কিছুতেই স্বস্তি নাহি পায়
ভাগাড়ের প্রতিবেশ হীনতায়;
তেমনি যারা কুপমুন্ডুক আপন ধর্মের কুপে
বিশ্বমানবতার অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের ধুপে
তনুমন তাদের বিষিয়ে ওঠে
বিশ্বরে বদ্ধ করিবারে চায়
আপন ধর্মের পচাগন্ধময় ভাগাড়ের স্তুপে।